উদ্ভাবনে বদলাচ্ছে সংস্কৃতি
সন্ধি না যুদ্ধ!

আবীর হাসান

বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন যে যুগে যুগে মানবসভ্যতায় পরিবর্তন এনেছে, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদেরা শতমুখে বারবার বলেছেন। লিখেছেন অযুত গ্রন্থ। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার যখন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর তার যত উন্নতি ঘটতে থাকে ততই মানুষের প্রবণতা, কর্মপদ্ধতি, জীবনযাত্রা বদলে যেতে থাকে। এক সময় বেশ কিছুদিনের জন্য বদলে যায় সংস্কৃতি। সেই আগুন আবিষ্কার, চাকা আবিষ্কার, তাঁত আবিষ্কার মানুষের সংস্কৃতিকে যেমন বদলেছে, তেমনি বদলেছে পিতল-তামা-লোহার কল্যাণেও। মানুষের সংস্কৃতি বারবার বদলেছে। এই বদলের বিষয়টিকে টেনে আনা যায় পেট্রোলিয়াম, প্লাস্টিক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পর্যন্ত। ব্যতিক্রমী ও দ্রুতগতিতে কাজের বিষয় এবং ভাবনারও বিনিময় ঘটছে। এ বিষয়টি যে মানব সংস্কৃতির এক ইতিবাচক দিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীনপন্থীরা অধৈর্যের বিষয়টিকে বড় করে দেখতে পারেন, কিন্তু কিছু কি করার আছে? চলছে অঘোষিত দিনবদল!

তৃতীয় সহস্রাব্দের মানুষ গতি চায়– দুরন্ত গতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বেড়া ভাঙার চঞ্চলতা বলা যায় এটাকে এবং ব্যাপারটি অবশ্য অবশ্যই অদ্ভুতও বটে। ভুলের (!) ব্যাপারও কিছু কিছু থাকে এর মধ্যে। প্রথমে অদ্ভুত ব্যাপারের কিছু উদাহরণ দিয়ে নেই –ভুলের (!) ব্যাপারটি পরে দেখা যাবে। ফেসবুক হোম নামে বিশেষ একটি অ্যাপ গুগলের প্লেস্টোর থেকে গত ১২ এপ্রিল থেকে ডাউনলোডের সুযোগ পেয়েছিলেন স্মার্টফোন (অ্যান্ড্রয়িড ৪.০) ব্যবহারকারীরা। কিন্তু মে মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে ফেসবুক হোম নামের এ অ্যাপটি ১০ লাখ বার ডাউনলোড করা হয়েছে। অ্যাপ ডাউনলোডের ক্ষেত্রে এটি গড়েছে বিশ্বরেকর্ড।

কেনো এই রেকর্ড, কেনো এই প্রবণতা? উপযোগিতার দিকটিই আগে দেখতে হবে। ফেসবুক হোমের মাধ্যমে ফেসবুকের সর্বশেষ সব হালনাগাদ তথ্য (ফিড) স্মার্টফোনের স্ক্রিনেই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ হোম অ্যাপটি ব্যবহার করলে ফেসবুকের অ্যাপে না গিয়েই মূল স্মার্টফোনের স্ক্রিনেই পাওয়া যাচ্ছে ফেসবুক আপডেট। পাশাপাশি চ্যাটও করা যাচ্ছে। সাথে ফেসবুক অ্যাপে গিয়ে যেসব কাজ করতে হতো অর্থাৎ কমেন্ট বা লাইক দেয়া ধরনের কাজ– সেসবও স্মার্টফোনের মূল স্ক্রিন থেকেই করা যাচ্ছে, যেতে হচ্ছে না ফেসবুক অ্যাপে। প্রতিটি নোটিফিকেশন চলে আসছে আলাদাভাবে। শুরুর দিকে শুধু স্মার্টফোনে ব্যবহার করা গেলেও দিন পনের পরেই ট্যাবলেটেও ব্যবহারোপযোগী করা হয় ফেসবুক হোম। আবার উইন্ডোজ এবং আইফোনের জন্যও এ বিশেষ অ্যাপটি ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বে এখন প্রায় ৭৫ কোটি। আর দ্রুত বেড়ে চলেছে এ সংখ্যা। কাজেই ফেসবুক যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ব্যবহার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুগলের প্লেস্টোরের দিনকালও যে ভালোই চলছে, তাতে বলাইবাহুল্য।

কিন্তু এই নতুন তথ্যের মাজেজা বা অন্তর্নিহিত বিষয়টি কী? সেই রি-অ্যাকশন টাইমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতা দিয়ে দেখলে বিষয়টিকে হুজুগ বলতে হবে। আচ্ছা হুজুগ কি পৃথিবীতে এই নতুন? চাষবাস-পশু পালন কিংবা তামা-পিতল ছেড়ে লোহার ব্যবহার যখন শুরু হয়েছিল তখন কি হুজুগ ওঠেনি? এই যে পিসি ব্যবহার কিংবা সেলফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে কি হুজুগ এখনও চলছে না?

এখন দেখা যাক হুজুগ মোকাবেলায় কী কী করা হচ্ছে? আসলে মোকাবেলা কথাটির চেয়ে যুৎসই হচ্ছে চাহিদাকে সামনে রেখে যুৎসই পদ্ধতি কী নেয়া হচ্ছে আইসিটি বা মোবাইল টেকনোলজির ক্ষেত্রে বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি প্রায় সবাই (প্রসেসর নির্মাতা থেকে অপারেটিং সিস্টেম বা ডিভাইস নির্মাতা সবাই) বড় বা হাই পারফম্যান্সটেক ডেভেলপমেন্টের (আরঅ্যান্ডডি) পাশাপাশি মোবাইলভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অনীহা দেখাননি। এই মার্কেটপ্লেসটা ক্রমশ বড় হতে হতে মূল পিসিভিত্তিক প্রযুক্তি বাণিজ্যিকে এখন ছাড়িয়ে গেছে। এরপরও অযুত তথ্যের ব্যবহার ও সংরক্ষণ কার্যক্রম কমার কোনো লক্ষণ নেই বরং বাড়বে। গুগলের কথাই ধরুন। সামনের দিনের চাহিদাকে সামনে রেখে গুগল ড্রাইভ সেবাই স্টোরেজ সক্ষমতা বাড়াচ্ছে, তাও একেবারে তিনগুণ। এখন যা ৫ গিগাবাইটে আছে, অচিরেই তা হয়ে যাবে ১৫ গিগাবাইট। এটিও বিনামূল্যের সুবিধা এবং এর চেয়ে বেশি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তা ব্যবহার করতে হবে অর্থের বিনিময়ে। আরও সুবিধা হচ্ছে, অ্যাপস ব্যবহারকারীরাও এই স্টোরেজ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এটি নিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা আছে, বিনামূল্যের সেবা তাও প্রতিযোগিতা (!) ইতোমধ্যেই মাইক্রোসফট দিচ্ছে স্কাই ড্রাইভের মাধ্যমে ৭ গিগাবাইট, অ্যাপসের ক্লাউড (আই ক্লাউড) দিচ্ছে ৫ গিগাবাইট ও অ্যামাজন ৫ গিগাবাইট। আর সুপার সিক্কের ৫ গিগাবাইট এবং ড্রপ বক্সের ৫ গিগাবাইটও উল্লেখযোগ্য।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং দ্রুতগতিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য ব্যবহারের একটি নতুন কর্মসংস্কৃতি তৈরি করেছে ইনফরশেন হাঙরি। এখন রক্ষণশীলরা বলবেন এই প্রবণতা অযথা অথবা এর কোনো মানবিক ব্যাপকতা নেই। হাস্যকর যুক্তি। নতুন প্রযুক্তি বা সভ্যতার হাতিয়ারের ক্ষেত্রে মানবিক দৃঢ়তা সবসময়ই দুর্বল ছিল। চাকা আবিষ্কার করে মানুষ প্রথম যুদ্ধেই গেছে। পিতল-কাসা-ব্রোঞ্জ-লোহারও পরিণতি তাই। খনির পাহাড় ফাটানোর ডিনামাইট আলফ্রেড নোবেলের জীবদ্দশাতেই ইউরোপে যুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে। এই আজকের ট্যাবলেটের পূর্বসূরি কমিউনিকেটরের ব্যবহার ইরাক যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে। সেখানে মানবিক ভিত্তিটাই ছিল না, দুর্বল মানবতাবাদ অরণ্যে রোদন করেছে আর সবল প্রযুক্তি ব্যবহারকারীরা নতুন একটি যুক্তিবাদী প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। ভুল বা ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা যেটা টানা আছে, তা মোটা দাগে সেখানে ডিজিটাল অ্যাকুরেসি বা যথার্থতা নেই।

বিষয়টি নিয়ে আসলে আমাদের ভাবতে হবে অনেক। কারণ, নতুন প্রযুক্তি প্রবল উত্তেজনা-হুজুগ নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে পায়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছে অনেক সমস্যাও। প্রধান সমস্যা হচ্ছে পুরনো আইন ও নীতির মাধ্যমে নতুন যুগের কাজকর্মকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা যাচ্ছে না। আমাদের দেশে ব্লগ নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে, অনলাইন নিউজ ওয়েবে কী থাকবে কী থাকবে না, তা নিয়েও চলছে উতোর-চাপান। তবে এ ধরনের অস্বস্তিকর ব্যাপার শুধু আমাদের দেশেই ঘটছে তা নয়, উন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি– মিসর, লিবিয়া ও ইয়েমেনের সরকার পরিবর্তনের কথা। আসলে যেটা ঘটেছে সেটা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে জনমানসে গুণগত পরিবর্তন আনা গেছে– ঘটেছে একটা উল্লম্ফন। স্বৈরাচার পতিত হয়ে এসেছে উদার গণতন্ত্র। আর আমরা যারা আগে থেকেই উদার গণতন্ত্র চর্চা করছি, তাদের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির নতুন আবহ অন্যরকম প্রপঞ্চ তৈরি করেছে। আরব বিশ্বে ব্যক্তিগত ব্যবহারের প্রযুক্তি (এসএমএস, টুইটার, ফেসবুক, ব্লগ) রাজনৈতিক দিনবদলের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে চেয়েছে মুক্তিকামী মানুষ। অন্যদিকে আমাদের দেশে বা ভারতে অন্যরকম আবহ তৈরি হয়েছে। ▶

আমাদের সংস্কৃতির বাইরে যে বিষয়গুলো আর নেই তা বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। কারণ, সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। একে যতটা হালকা বলে এতদিন ভাবা হচ্ছিল ততটা হালকা যে এটা নয়, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও যে সমাজকে নাড়া দেয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটা নিশ্চই সবাই বুঝতে পেরেছেন। তবে আরব বিশ্বের মতো বড় রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি না হলেও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী রাজনীতিবিদেরা যে বারবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন তা বলাইবাহুল্য। কারণ, আমাদের গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মতোই উদারবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এখানে সমাজতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী কায়দায় তো কথায় কথায় সব বন্ধ করে দেয়া যায় না (প্রয়াশই আমরা চীন, উত্তর কোরিয়া বা কিউবায় যেমন দেখি)। চীনে বা মিয়ানমারে প্রায়ই দেখা যায় নাগরিক অধিকার, ব্যক্তির এবং সমাজের মুক্তির কথা কেউ বললে তাকে তো নিগ্রহ করা হচ্ছেই, ডিজিটাল সিস্টেমের সুবিধাগুলোও প্রত্যাহার করা হচ্ছে! বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে ইন্টারনেট।

কিন্তু আমাদের বা ভারতের মতো দেশে এটা সম্ভব নয়। কারণ, সাংবিধানিকভাবে উদার গণতান্ত্রিক ভাবধারায় নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। অনেকেই বলেন, ব্লগে সমস্যা হয়েছে তো ব্লগ বন্ধ করে দিলেই হয়। কিংবা ফেসবুকে যে যা ইচ্ছা লিখছে– ফেসবুক বন্ধ করে দিলেই হয়। এমনটা আসলে হতে পারে না। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একবার কোনো সুবিধা দিয়ে তা প্রত্যাহার করা খুব জটিল প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে ইউটিউবের কথা বলতে পারেন অনেকেই, স্কাইপের কথা উঠতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বন্ধ বিষয়টিও কিন্তু অনৈতিকই হয়েছে। যদিও সংবিধান এবং প্রচলিত আইনী ব্যাখ্যায় এসব ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কোনো কথা নেই। কিন্তু মোটা দাগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের ব্যবহার, মুক্তচিন্তার জন্য যোগাযোগের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যে সময় ওই স্বীকৃতিটা দেয়া হয়েছে, তখনকার চিন্তা-চেতনায় (সত্তর দশক) পত্রিকা-চিঠিপত্র-বেতার-টেলিভিশন এবং অ্যানালগ টেলিফোনের বাইরে কিছু ছিল না। তারপরও বাক এবং চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়গুলোকে রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছিল। বক্ষমাণ নিবন্ধের শিরোনামে যে সন্ধি এবং যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা এ বিষয়টিকে মনে রেখেই। কারণ, অনেকেই বলছেন নতুন প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার শুরু হওয়ায় তা অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো নাগরিক অধিকারের আইনের আওতায় আর থাকতে পারছে না। বিষয়টি উপেক্ষা ধারার মতো নয়। তবে উপযোগবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পুরনো আইনকে প্রয়োগ করলে এ সমস্যার সমাধান অনেকটাই হয়। তবে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা যদি দেয়া যায় বা দেয়ার সুযোগ থাকে, তাহলে আরও ভালো হয়। কেননা জটিলতা তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় আইন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে। যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কেননা পুরনো আইনে লেখা আছে গণমাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র ও বেতার-টেলিভিশন। এখন অনলাইনে নিউজ তো আছেই। অনেক ক্ষেত্রে ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউবও স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এসবকে কি আগের আইনের আওতায় আনা যায়? নাকি পুরো ব্যাপারটিই বেআইনী?

হ্যাঁ, সুস্পষ্টভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যে আইন তাতে এগুলো পড়ে না, কিন্তু উপযোগ বা প্রযুক্তি সুবিধা ব্যবহারের অধিকারের আওতায় তো পড়ে। এসব বিষয় কিন্তু প্রাচীন ও উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও বিতর্ক তৈরি করছে। যেমন উইকিলিকস যখন মার্কিন কূটনৈতিক গোপন নথি ফাঁস করা শুরু করে তখন মার্কিন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বলতে গেলে যুদ্ধ সঙ্কটের মতো অস্থির অবস্থায় চলে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তেজনা প্রশমন না হলেও সন্ধির পথেই যেতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। চুপ করে থাকাকেই উত্তম বলে মনে করেছে এরা। তবে তৃণমূল পর্যায়ের দায়ী ব্যক্তিদের ধরপাকাড় চলছে। উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল অ্যাসাঞ্জকে 'হাতে পেলে কাঁচা খাওয়ার' ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। তবে নতুন প্রযুক্তির দিকে সুবিবেচনা নিয়ে সন্ধির পথেই এগুতে হচ্ছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতে সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। সুপ্রিমকোর্ট তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে– কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে যে নির্দেশনা দিয়েছে, তা মেনে চলতে হবে। দেখা যাক, সেই ৯ জানুয়ারির নির্দেশনায় কি ছিল?

এখানেও একটি ঘটনা আছে, তামিলনাড়ু রাজ্যের গভর্নর কে রোজাইয়াহ ও কংগ্রেসের বিধায়ক আমঞ্চি কৃষ্ণ মোহনকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করেছিলেন এক নারী। দুই রাজনৈতিক নেতার কাছে তা মনে হয়েছিল আপত্তিকর। তারা থানার পুলিশ দিয়ে ওই নারীকে ধরিয়ে স্থানীয় আদালতে তোলেন। দ্রুত তার বিচার এবং সাজা হয়ে যায়। পরে আত্মীয়স্বজনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা আদালত জামিন দেয় তাকে। কিন্তু তার পক্ষে আন্দোলন করায় পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের তামিলনাড়ু রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জয়া বিনদয়ালকে ১২ মে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনাটিই ওঠে সুপ্রিমকোর্টে। সুপ্রিমকোর্ট বলেছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির আইনের ৬৬ (ক) ধারায়– আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য গ্রেফতারের বিধান আছে, ফলে সামাজিক সাইটে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য গ্রেফতার নিষিদ্ধ করা যাচ্ছে না, তবে গত ৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল– আপত্তিকর মন্তব্যের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তা থানার পুলিশ নয়, যাচাই করে দেখবেন শহরাঞ্চলে হলে আইজিপি এবং জেলা পর্যায়ে হলে ডেপুটি কমিশনার। সুপ্রিমকোর্টও আবার নির্দেশনা দিয়েছে– এর নিচের কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য কাউকে গ্রেফতার করতে পারবেন না।

এ যুগের আইসিটি ব্যবহারকারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কারণ, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশেই সামাজিক সাইটে মন্তব্য করা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ঢালাওভাবে পুরনো আইন ব্যবহার কিংবা পুরনো মূল্যবোধ নিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেমন বর্ণিত ঘটনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট বলেছে– ওই ৬৬ (ক) ধারা বাতিল করা উচিত এবং তা করবে সুপ্রিমকোর্টই।

আসলে বিষয়টি আইনের জটিলতা বা শিথিলতার নয়– মূলত নতুন সংস্কৃতির সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের খাপ খাইয়ে নেয়া বা অভিযোজনের বিষয়। আইসিটি মানুষের সংস্কৃতি বদলে দিচ্ছে আর সে কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে নতুনের সাথে প্রাচীনের। অবশ্যই তারুণ্যের বেড়া ভাঙার চঞ্চলতা আছে এবং সেই চঞ্চলতা মাঝে মাঝে দোষনীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু পরিপক্ব মস্তিষ্কের রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের বিবেচনা করতে হবে দোষের মাত্রা কতটুকু। পরিপক্বতা এবং সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার কারণ্যেই আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য কাউকে গ্রেফতার করা হবে কি হবে না সে সিদ্ধান্ত পুলিশের আইজিকে নিতে বলার ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনার উদাহরণটি বুঝিয়ে দিচ্ছে কতটা স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে বিষয়টি।

নিশ্চয়ই নতুন প্রযুক্তির সুবিধাভোগকারী নতুন প্রজন্মের মানুষের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না কোনো রাষ্ট্রই। রাষ্ট্র পরিচালক ও আইন প্রণেতাদেরকেও সে কারণে সংস্কৃতির বদলে যাওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা দিয়ে বুঝতে হবে আগে মতপ্রকাশের বা বাকস্বাধীনতার মাধ্যম ছিল সীমিত, কিন্তু এখন তা অনেক বিস্তৃত। এখন ভাব প্রকাশও করা যায় খুব দ্রুত এবং সহজেই অনেক ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা না করেই প্রকাশিত ভাব বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে, কিন্তু তার জন্য সহনশীলতা থাকতে হবে। সহনশীলতার চেয়ে সম্ভবত সহিষ্ণুতার বিষয়টি বেশি জরুরি। যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় বলা হয়ে থাকে পরমতসহিষ্ণুতা। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে এখন নতুন প্রজন্মের প্রতিটি মানুষই একেকটি গণমাধ্যম– তাদের শত-সহস্র মত প্রতিনিয়ত প্রাচীনতা আর কুসংস্কারকে ঘা দিয়ে চলেছে– এদের কথা বুঝতে হবে। যুদ্ধ করলে চলবে না, সন্ধি করতে হবে কজ

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com